Emerging Centres of Power

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EUROPEAN UNION (EU))

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পরে ইউরোপের অবস্থা এবং মর্যাদার বিষয়টি নিয়ে অনেক ইউরোপীয় নেতার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যে কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তাদের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা ধ্বংস হয়ে যায়।
- 1945 সালের পরে ঠান্ডা যুদ্ধ ইউরোপের সংহত করনে সহায়তা করে। ইউরোপীয় অর্থনীতি (Marshall Plan) মার্সেল প্লানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক আর্থিক সহায়তায় পুনরুত্থিত হয়েছিল।
- The Organization for European Economic Cooperation (OEEC) বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহায়তা সংস্থা 1948 সালে পশ্চিম ইউরোপীয় রাজ্যগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্যাটির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করে।
- রাজনৈতিক সহযোগিতার আরেকটি পদক্ষেপ ছিল 1949 সালের প্রতিষ্ঠিত হওয়া (European Council)ইউরোপীয় কাউন্সিল।
- (USSR)ইউএসএসআর বিচ্ছেদের ফলে 1992 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল যা ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোর একটি সংগঠন ছিল। এটি একটি সাধারণ বৈদেশিক ও

Sohini Gupta

সুরক্ষানীতি ন্যায়বিচারের সহযোগিতা এবং একক মুদ্রা তৈরির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

- ইউরোপীয় ইউনিয়ন সময়ের সাথে সাথে একটি অর্থনৈতিক ইউনিয়ন থেকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব রয়েছে কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন হল বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক সংগঠন, যা এটিকে তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রভাব ফেলতে সহায়তা করে। এটি (World Trade Organization)ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হিসাবে আন্তর্জাতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ব্লক হিসেবে কাজ করে।
- অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হলো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। 2005 সালে এর (GDP)জিডিপি 12 ট্রিলিয়ন ডলারের থেকেও বেশি ছিল। এর মুদ্রা (Euro) ইউরো, মার্কিন ডলারের অধিপত্যর জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে।
- রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই সদস্য, যারা আবার UN Security Council এর স্থায়ী সদস্য। এই দুটি দেশ UNSC তে অস্থায়ী সদস্য হিসেবেও রয়েছে যা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে মার্কিন নীতি গুলিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম করেছে। যেমন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে বর্তমান অবস্থান, কূটনীতি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং মানবাধিকার ও

Soni Gupta

পরিবেশগত অবনতি নিয়ে চীনের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা।

- প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মিলিত সশস্ত্রবাহিনী বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

চীনের অর্থনৈতিক উত্থান

- 1978 সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে চীন একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, ভূমি সম্পদ, আঞ্চলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা 2040 সালের মধ্যে, চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করে।
- 1949 সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন স্বাধীন হওয়ার পর, মাও এর নেতৃত্বে অর্থনীতির সোভিয়েত মডেলটি গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে চাকরি, সমাজ কল্যাণ, সকলের শিক্ষা এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়। চীন এখন নিজস্ব সংস্থার ওপর নির্ভর করে এবং চীনা অর্থনীতি 5 থেকে 6 শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা শুরু করে।
- 1970 দশকে গৃহীত প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা শেষ হয়। এরমধ্যে 1972 সালে চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে আধুনিকীকরণের

Sohini Gupta

চারটি ক্ষেত্র (যেমন কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- 1982 এবং 1990 সালে কৃষি ও শিল্পের বেসরকারিকরণ করা হয়।
- 1978 সালে দেং জিয়াওপিং একটি 'Open Door Policy' 'ওপেন ডোর নীতি' ঘোষণা করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল বিদেশ থেকে মূল ধন এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা।
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছিল। চীনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল।
- এখনো চীনা অর্থনীতি চীনের প্রত্যেককেই উপকৃত করতে পারেনি। বেকারত্বের হার বেড়েছে, কাজের পরিস্থিতি এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান খারাপ।
- আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী চীন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত হতে চলেছে। বিভিন্ন অবদান মূলক কারণগুলি, যেমন ইন্টিগ্রেশন এবং আন্ত নির্ভরতা, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং তাইওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক গুলিকে মজবুত করেছে। এমনকি লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায়, চীনের বিনিয়োগ এবং সহায়তা নীতিগুলি এবং বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, চীনকে বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

Sonni Gupta